সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

13-OCT-2016

হাসনাঈনে করীমাঈনের প্রতি হুযুর صلى الله تعالى عليه واله وسلم এর ভালবাসা

(Bangla)

হাসনাঈনে করীমাঈনের প্রতি হুযুর ﷺ এর ভালবাসা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ তাআলা** তার প্রতি দশটি (১০) রহমত বর্ষন করবেন এবং যে আমার প্রতি দশবার (১০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ তাআলা** তার প্রতি একশটি (১০০) রহমত বর্ষন করবেন এবং যে আমার প্রতি একশবার (১০০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ তাআলা** তার দু'চোখের মধ্যখানে লিখে দিবেন যে, এই বান্দা কপটতা এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, হাদীস নং-১৭২৯৮, ১০/২৫৩)

যিকর ও দরূদ হার গড়ী ভিরদে যবাঁ রাহে,
মেরী ফুযুল গোয়ী কি আ'দত নিকাল দো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُ الله! , صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতীদের সরদার!

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেনঃ "একবার আমি আমার সম্মানিতা আম্মাজানকে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا আরয করলামঃ আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন যে, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে ইকতিদা করে মাগরীবের নামায আদায় করবো এবং আরয করবো যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেন আমার ও আপনার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করেন। হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেনঃ আমি **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং **তাঁর** পেছনে মাগরীবের নামায আদায় করলাম, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশার নামায আদায় করে নিলেন এবং চলে যেতে লাগলেন তখন আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার আওয়াজ শুনে ইরশাদ করলেনঃ কে? হুযাইফা? আরয করলামঃ জি, হ্যাঁ!

তিনি ইরশাদ করলেন: তোমার কি চাওয়ার আছে? غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَلِاُمِّكَ অর্থাৎ **আল্লাহ তাআলা** তোমার এবং তোমার মায়ের মাগফিরাত করুক! অতঃপর ইরশাদ করলেন: এক ফিরিশতা রয়েছে, যে এই রাতের পূর্বে কখনো মাটিতে নামেনি, সে তার **রব (আল্লাহ্) তাআলার** নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলো যে, সে আমাকে সালাম করবে এবং আমাকে সুসংবাদ দেয় যে: "بِاَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ" অর্থাৎ ফাতেমা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا) জান্নাতী মহিলাদের সরদার, وَاَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ এবং হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) জান্নাতী যুবকদের সরদার।

(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৩৭৮৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অদৃশ্যের সংবাদদাতা আক্বা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়তের নূরে হযরত হুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ কে চিনেও নিলেন এবং তার মনের আকাংখাও জেনে নিলেন যে, সে কেন এসেছে? আর তার বলার পূর্বেই তার এবং তার মায়ের জন্য মাগফিরাতের দোয়াও করে দিলেন। নিঃসন্দেহে আমাদের **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট মনের অবস্থা লুকায়িত থাকে না, **তাঁর** নিকট তো পাথরের অবস্থাও প্রকাশিত, যেমনিভাবে হাদীসে পাকের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত কিতাব **"বুখারী শরীফ"**এ রয়েছে: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ" অর্থাৎ উহুদ পাহাড় আমাকে ভালবাসে এবং আমিও তাকে ভালবাসি।" (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, ১/৫০০, হাদীস নং-১৪৮২)

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর অদৃশ্যের জ্ঞান:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার! যেখানে **প্রিয় আক্বা** عَلَيْهِ السَّلَام পাথরের অবস্থা সম্পর্কেও জানেন এবং তাও জানেন যে, কোন পাথরের **তাঁর** প্রতি কতটুকু ভালবাসা রয়েছে, এবং **তিনি** মুমিনের মনের অবস্থা সম্পর্কেও নিঃসন্দেহে অবগত,

www.dawateislami.net

তাইতো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত হুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলার পূর্বেই তার মনের আকাংখা সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলেন এবং তার ও তার মায়ের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে দিলেন, এই বর্ণনাটি শুনে যদি এরূপ কুমন্ত্রণা আসে যে, মনের অবস্থার জ্ঞান তো অদৃশ্য এবং অদৃশ্যের জ্ঞান শুধুমাত্র **আল্লাহ তাআলা**র কাছেই রয়েছে। তবে এটা মনে গেঁথে নিন; এতে কোন সন্দেহ নেই যে, **আল্লাহ তাআলাই** عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, **তাঁর** অদৃশ্যের জ্ঞান হলো সত্ত্বাগত অর্থাৎ **তাঁর** নিজস্ব এবং সর্বদাই বিদ্যমান, আর আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে এজামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অদৃশ্যের জ্ঞান সত্ত্বাগত (নিজস্ব) নয় বরং দানকৃত অর্থাৎ **আল্লাহ তাআলা**র প্রদানকৃত এবং তাঁদের এই জ্ঞান আদি থেকে ছিলো না বরং যখন থেকে **আল্লাহ তাআলা** তাঁদের দিয়েছেন, তখন থেকেই আর যতটুকু দিয়েছেন ততটুকুই। **তাঁর** দান ছাড়া এক কণাও জ্ঞান তাঁদের অর্জিত নয়, সুতরাং **আল্লাহ তাআলাই** আম্বিয়া ও আউলিয়াদের জ্ঞান দান করেন এবং তাঁরা এই জ্ঞান প্রসারও করেন, যেমনিভাবে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে কোরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿۲۴﴾

(পারা ৩০, সূরা আত তাকবীর, আয়াত ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপন নন।"

এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাযিনে রয়েছে: (এই আয়াত দ্বারা) উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান আসলেই তা মানুষের কাছে বর্ণনা করতে কৃপণতা করেন না বরং তোমাদের বলে দেন। (খাযিন, ৪/৩) এই আয়াত ও তাফসীর দ্বারা জানা গেলো, **আল্লাহ তাআলা**র **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদের অদৃশ্যের সংবাদ দেন এবং আমরা জানি যে, তাই বলা হবে যা স্বয়ং জানে।

সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "হাদায়িকে বখশীশ শরীফে" কতইনা সুন্দর বলছেন:

অউর কোয়ি গাইব কেয়া তুম সে নেহাঁ হো ভালা,
যব না খোদা হি চুপা তুম পে করোড়ো দুরূদ।

www.dawateislami.net

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার শানে কি আর বলবো! মেরাজের রাতে জাগ্রতাবস্থায় আপনি আপনার মুবারক চোখ দিয়ে আপনারই **পাক পরওয়ারদিগারের** দীদার করেছেন, আর **আল্লাহ** যেহেতু অদৃশ্যেরই অদৃশ্য, তাও **তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহে **আপনার** সামনে প্রকাশ হয়ে গেলো, তবে এখন আর কোন অদৃশ্যই কি **আপনার** সামনে লুকায়িত থাকতে পারে। **আপনার** প্রতি কোটি বার দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

নূরের বংশ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত হুযাইফা ইয়ামান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; ঈমান তাজাকারী হাদীসে পাকে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদীর শান ও মহত্বের পাশাপাশি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতি হাসানাইনে করীমাঈনে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا শান ও শওকতও প্রকাশ হলো। উভয় শাহাজাদারই **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সামঞ্জস্য ছিলো।

(বুখারী, বাব মানাকিবুল হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا, ২/৫৪৭, হাদীস নং-৩৭৫২ ও ৩৭৪৮)

হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন হারিস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আসরের নামায আদায় করলেন অতঃপর বাইরে বের হলেন, তাঁর সাথে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ও ছিলেন। একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে বাচ্চাদের সাথে খেলতে দেখে আদর করে তাঁকে নিজের কাধেঁ উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন: আমার পিতা তাঁর প্রতি উৎসর্গ! ইনি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আলীর সাথে সামঞ্জস্যতা নেই, এই কথায় হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মুচকী হাসছিলেন।

(বুখারী, ২/৪৮৬, হাদীস নং-৩৫৪২)

তেরী নচলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হে আইনে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দয়া ও উদারতার বাগানের সুবাশিত ফুল, এ দুজন **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি, **দয়ালু আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তাঁদের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিলো, আসুন! তাঁদের ভালবাসার চর্চা করে এবং নিজের ভাগে নেকী লিখানোর নিয়্যতে তাঁদের আলোচনা শ্রবণ করি:

নাম, উপনাম ও উপাধী:

এই দুই শাহাজাদার মধ্যে বড় হচ্ছে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, তাঁর উপনাম হচ্ছে "আবু মুহাম্মদ"। উপাধী "তাক্বী ও সায়্যিদ" আর প্রচলিত "**সিবতু রাসূলিল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" এবং "সিবতু আকবর"। তাঁকে "رَیْحَانَۃُ الرَّسُوْل" (অর্থাৎ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুল) এবং "اَخِرُ الْخُلَفَاءِ بِالنَّصِّ" (অর্থাৎ হাদীসে পাক অনুসারে শেষ খলিফা) ও বলা হয়। তাঁর জন্ম মুবারক ৩য় হিজরীর ১৫ রমযানুল মুবারক রাতে মদীনা মনোয়ারায় হয়েছে। **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সপ্তম দিনে তাঁর আকীকা করেন এবং চুল কর্তন করেন আর আদেশ দিলেন যে, চুলের সমপরিমান ওজনের রূপা সদকা করা হোক। (তারীখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা ১৪৯, রওযাতুশ শুহাদা, ৬/১৩৯) **ইমামুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল আসকিয়া** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ই তাঁর নাম "হাসান" রাখেন। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৯২ পৃষ্ঠা) তাঁর ছোট ভাই ইমামে আলী মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ৪র্থ হিজরীর ৫ শাবানুল মুয়াজ্জম মদীনা মনওয়ারায় জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর নামও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم "হোসাইন" ও "শাব্বির" রাখেন, আর তাঁর উপনাম "আবু আবদুল্লাহ" এবং উপাধীও "সিবতু **রাসূলিল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" (অর্থাৎ রাসূলে খোদার নাতি) এবং "رَیْحَانَۃُ الرَّسُوْل" (অর্থাৎ **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুল) আর তিনিও জান্নাতী যুবকদের সরদার। (আসাদুল গাবাহ, বাবুল হাহ ওয়াল হোসাইন, ১১৭৩। হোসাইন বিন আলী, পৃষ্ঠা ২৫,২৬। সী'রে আ'লামুন নাবালা, ২৭০। আল হোসাইন, ৪/৪০২-৪০৪)

www.dawateislami.net

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا এর জন্মের সপ্তম দিনেই **তাঁর** পক্ষ থেকে দুটি করে ছাগল আকীকার উদ্দেশ্যে জবেহ করেন। **(মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, বাবুল আকীকা, ৪/২৫৪, হাদীস নং-৭৯৯৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আকীকা একটি সুন্নাত কাজ। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৮৬)** সদরুশ শরিয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আকীকার জন্য সপ্তম দিন উত্তম এবং যদি সপ্তম দিনে করতে না পারে তবে যখন চায় করতে পারবে, সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। অনেকে এরূপ বলে যে, সপ্তম দিন বা চৌদ্দতম দিন বা একুশতম দিন অর্থাৎ প্রতি সাত দিনের একটা বিধি মানতে হয়, এটা উত্তম। আর মনে না থাকলে তবে এরূপ করুন যে, যেদিন বাচ্চা জন্ম হয়েছে, সেদিন মনে রেখে তার একদিন পূর্বের দিনটি সপ্তম দিন, যেমন; জুমার দিন বাচ্চার জন্ম হলে তবে বৃহস্পতিবার দিনই হচ্ছে সপ্তম দিন। এবং শনিবার দিন জন্ম হলে তবে সপ্তম দিনটি হবে জুমার দিন অর্থাৎ শুক্রবার। প্রথম পদ্ধতিতে বৃহস্পতিবার এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শুক্রবার যে আকীকা করা হবে তা অবশ্যই সপ্তম দিন বলে গন্য করা হবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬)**

আকীকার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর রিসালা **"আকীকার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় আক্বা ﷺ এর আপন নাতিদের প্রতি ভালবাসা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এই বিষয়টি ভাবার যে, সাধারণত যখনই বাচ্চা জন্মগ্রহন করে তখন তার পিতা-মাতাই এর আকীকা করে থাকে, কিন্তু আমরা দেখলাম যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ জন্মগ্রহন করলেন তখনও এবং যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাশরীফ আনলেন তখনও আকীকা তাঁদের পিতা-মাতা নয় বরং

www.dawateislami.net

তাঁদের **নানাজান, রহমতে আলামিয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই নিজের প্রিয় নাতিদের আকীকা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাতিদের কতই ভালবাসতেন? **প্রিয় আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হাসানাইনে করীমাঈনের না শুধু ভালবাসতেন বরং **তিনি** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام অনেক জায়গায় তাঁদের শান ও মহত্বেরও বর্ণনা করেছেন। আসুন! "হাসানাইন" এর শান ও মহত্ব সম্পর্কে পাঁচটি (৫) হাদীস শরীফ শ্রবণ করি:

(১) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইনকে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا **হুযুর পুরনূর** (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর কাঁধে উঠতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাদের দু'জনের বাহন কতইনা শানদার (উত্তম)? তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আর আরোহীওবা কেমন লা-জাওয়াব (অতুলনীয়)। **(তিরমিযী, ৫/৪৩২, হাদীস নং-৩৮০৯)**

(২) অপর এক হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন: مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ অর্থাৎ যে এই দু'জনকে ভালবাসলো, (মূলত) সে আমাকে ভালবাসলো এবং যে তাঁদের দু'জনের সাথে শত্রুতা পোষন করলো, (মূলত) সে আমার সাথে শত্রুতা পোষন করলো। **(ইবনে মাযাহ্, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/৯৬, হাদীস নং-১৪৩)**

(৩) হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا জান্নাতী যুবকদের সরদার। **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪২৬, হাদীস নং-৩৭৯৩)**

(৪) **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুই শিশুর ঘ্রাণ নিতেন এবং বুক মোবারকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন। **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪২৮, হাদীস নং-৩৭৯৭)**

(৫) هُمَا رَيْحَانَتَایَ مِنَ الدُّنْیَا অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) দুনিয়ায় আমার দুটি ফুল। **(তিরমিযী, ৫/৪২৭, হাদীস নং-৩৭৯৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একবার ভাবুন তো! **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাসানাইনে করীমাঈনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا প্রতি কিরূপ প্রেম ও ভালবাসা ছিলো, সেই লোকেরা যারা নিজের সন্তানদের এই কারণে ভালবাসা ও স্নেহ প্রকাশ করে না যে, যেন তাদের প্রভাব ও ভয় শেষ হয়ে না যায়,

www.dawateislami.net

তাদের জন্য **প্রিয় আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর এই আমলটি শিক্ষা ও নসীহত মূলক যে, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৈয়দুল কায়েনাত (সৃষ্টি জগতের সরদার) হওয়ার পরও **তাঁর** নাতিদের কাঁধে উঠিয়ে নিতেন, **আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হাসানাইনে করীমাঈনের ভালবাসাকে নিজের ভালবাসা ঘোষনা করেছেন এবং হাসানাইনে করীমাঈনের সাথে শত্রুতাকে নিজের সাথে শত্রুতা ঘোষনা করেছেন, নিজের সন্তানদের চুমু দেয়া, জড়িয়ে ধরা, কাঁধে উঠিয়ে নেয়া এবং তাদের বুকের সাথে লাগানো এগুলোতো হয়ই কিন্তু **প্রিয় আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হাসানাইনে করীমাঈনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا ঘ্রাণ নিতেন এবং ইরশাদ করতেন: হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) দুনিয়ায় জান্নাতের ফুল। **(মিরাতুল মানাযিহ, ৮/৪৬২)**

উন দো কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে,
কিজিয়ে রযা কো হাশর মে খানদাঁ মেসালে গুল। (হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৭৭)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় **আক্বা**! আপনার যে দু'জন শাহাজাদাকে আপনি আপনার ফুল বলেছেন অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا তাঁদের সদকায় আমি রযাকে হাশরের ময়দানে সকল প্রকার বিপদ ও পেরেশানী থেকে বাঁচিয়ে ফুটন্ত ফুলের ন্যায় করে দিন।

(শরহে হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ২১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আহলে বাইতের ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক যে, যেন তার প্রান, সম্পদ, সন্তান এর চেয়ে বেশি **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা, কেননা **হুযুর** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ভালবাসাই হচ্ছে, আসল ঈমান। এটা ছাড়া ঈমানের দাবি গ্রহনযোগ্য নয়, **দয়াময় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার নিদর্শন এও যে, বান্দা সেই সকল মানুষকেও ভালবাসবে এবং তাঁদের আদব ও সম্মান করবে, যা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ভালবাসাও **রাসূলের** ভালবাসার নিদর্শন। পবিত্র বিবিগণের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُنَّ ভালবাসাও **রাসূলের** ভালবাসার নিদর্শন। আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا ভালবাসাও **রাসূলের** ভালবাসার নিদর্শন। হাসানাইনে করীমাঈনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا ভালবাসাও **রাসূলের** ভালবাসার নিদর্শন।

হাম কো সারে সৈয়্যদোঁ সে পেয়ার হে
اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দো জাহাঁ মে আপনা বেড়া পার হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

স্বয়ং হাদীসে পাকে নিজের সন্তানদের আহলে বাইতে কিরামের ভালবাসা শেখানোর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যেমনিভাবে **প্রিয় আক্বা** عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইরশাদ করেন: “اَدِّبُوۡا اَوۡلَادَكُمۡ عَلٰى ثَلَاثِ خِصَال অর্থাৎ নিজের সন্তানদের তিনটি (৩) বিষয় শিক্ষা দাও, حُبِّ نَبِيِّكُمۡ নিজের নবীর প্রতি ভালবাসা, وَحُبِّ اَهۡلِ بَيۡتِهٖ এবং আহলে বাইতের ভালবাসা, وَقِرَاءَ الۡقُرۡاٰنِ এবং কোরআনে পাক পড়ানো। (আস সাওয়ায়েকুল মুহরাকা, পৃষ্ঠা ১৮২)

এই হাদীসে পাক দ্বারা জানলাম, **হুযুর পুরনূর** عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর আহলে বাইতে কিরামদের কিরূপ ভালবাসতেন যে, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এই বিষয়ের শিক্ষা দিচ্ছেন; তোমরা তো আমাকে ভালবাস এবং আমার আহলে বাইতেরও ভালবাস, তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মের অন্তরেও আমার এবং আমার আহলে বাইতের ভালবাসা সৃষ্টি করো, যেন তারাও মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের অর্ন্তভূক্ত হয়। অপর এক জায়গায় তো **প্রিয় আক্বা** عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর আহলে বাইতের ভালবাসাকে পরিপূর্ণ ঈমানের শর্ত ঘোষনা করেছেন। যেমনিভাবে;

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: কোন বান্দা পরিপূর্ণ মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমি তার প্রানের চেয়েও বেশি প্রিয় হবো না এবং আমার সন্তান তার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না এবং আমার পরিবার তার পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না এবং আমার সত্ত্বা তার সত্ত্বার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না।

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ২/১৮৯, হাদীস নং-১৫০৫)

ঈমান জিসে কেহতে হে আকীদে মে হামারা,
ওহ তেরী মুহাব্বাত তেরী ইতরাত কি বিলা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, প্রকৃত মু'মিন হওয়া এবং আখিরাতের মুক্তির জন্য আহলে বাইতে কিরামদের ভালবাসা আবশ্যক। আহলে বাইতের ভালবাসা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা, আহলে বাইতের ভালবাসা **আল্লাহ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির মাধ্যম, আহলে বাইতের ভালবাসা পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন, আহলে বাইতের ভালবাসা দু'জাহানের সফলতার মাধ্যম, আহলে বাইতের ভালবাসা উত্তম পরিনতির উপায়। আহলে বাইতের ভালবাসা সত্যিকার আশিকে **রাসূল** হওয়ার নিদর্শন। আহলে বাইতের ভালবাসা **মুস্তফার** গোলাম হওয়ার সনদ। মোটকথা! আহলে বাইতের সাথে ভালবাসা পোষণ করা অনেক বড় সৌভাগ্য এবং অনন্ত মুক্তির উপায়, এজন্যই আমাদের নিজেরও তাঁদের প্রতি ভালবাসা রাখা উচিৎ এবং নিজের সন্তানদেরও সম্মানিত আহলে বাইতের ভালবাসা আর আদব শেখানো উচিৎ, এর একটি উপায় এও যে, নিজের সন্তানদের সম্মানিত আহলে বাইতের ঘটনাসমূহ শোনানো, আহলে বাইতের জীবনি ও চরিত্র সম্পর্কে তাদের অবহিত করা এবং তাঁদের শেখানো পদ্ধতির উপর আমল করার শিক্ষা দেয়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা সম্মানিত আহলে বাইতের সম্পর্কে কিতাব ও রিসালা প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রিয় কিতাব হলো **"শানে খাতুনে জান্নাত"**। যাতে শাহাজাদিয়ে কাওনাইন, মাখদুমায়ে কায়েনাত, খাতুনে জান্নাত হযরত বিবি ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর জীবনি ও চরিত্রের বিভিন্ন মাদানী ফুলের সুগন্ধের সুবাস উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়াও রিসালা **"হোসাইনী দুলহা"**, **"ইমাম হোসাইনের** رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **কারামত"** এই রিসালাগুলো মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন

www.dawateislami.net

তাছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাব ও রিসালাগুলো পাঠও করতে পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** এবং প্রিন্ট আউটও **(Print Out)** করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাসানাইনে করীমাঈন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কলিজার টুকরো, হযরত বিবি ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর শাহাজাদা এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর আদরের সন্তান। তাঁদের ফযীলত ও গুন অনেক, কেনইবা হবে না, তারা তো তাঁরই পরিবার, যিনি সকল ফযীলত ও উৎকর্ষতা এবং বরকত ও উত্তমতার উৎস ও কেন্দ্র। এই দুই শাহাজাদা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎকর্ষতার প্রকাশস্থল ও সমষ্টি। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আহলে বাইতের মধ্যে হাসানাইনে করীমাঈনকে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا অধিক ভালবাসতেন।

ভালবাসার অতুলনীয় ধরণ

হযরত উসামা বিন যায়িদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি এক রাতে কোন কাজে **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে গেলাম, তখন **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমনভাবে তাশরীফ রাখলেন যে, যেন কোন জিনিস কোলে নিয়ে আছেন, আমি জানতাম না যে তা কি, যখন আমি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে নিলাম তখন জিজ্ঞাসা করলাম: এটা কি? যা আপনি কোলে নিয়েছেন? **হুযুর** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তা খুললেন তখন দেখলাম যে, হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) তাঁর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কোলে ছিলেন, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই দুইজন আমার সন্তান, আমার কন্যার সন্তান। **হে আমার মালিক!** আমি এদের ভালবাসি তুমিও তাঁদের ভালবাস এবং যে তাঁদের ভালবাসবে তাকেও ভালবাস! **(তিরমিযী, ৫/৪২৭, হাদীস নং-৩৭৯৪)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **হুযুর** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হাসনাইনে করীমাঈনের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কিরূপ ভালবাসতেন যে, **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام দুই শাহাজাদাকে কতইনা ভালবাসা সহকারে নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে রাখলেন।

খুতবা বন্ধ করে দিলেন

ঠিক তেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: একবার **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের সামনে খুতবা (দিচ্ছিলেন) ইরশাদ করছিলেন, এমন সময় হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁরা লাল রঙ্গের জামা পড়েছিলেন, অল্প বয়সের কারণে হেলে দুলে চলছিলেন, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তাঁদের দেখলেন তখন মিম্বর থেকে নিচে নেমে আসলেন, দুই শাহাজাদাকে কোলে উঠালেন এবং তাঁর সামনে বসিয়ে দিলেন, অতঃপর ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ তাআলার** বাণী সত্যি ﴿اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (পারা ২৮, আত তাগাবুন, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানগণ হচ্ছে পরীক্ষাই।﴾আমি এই বাচ্চাদের দেখলাম যে, হেলতে দুলতে আসছিলো তখন আমি ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলাম না, এমনকি আমি আমার খুতবা বন্ধ করে তাঁদের কোলে উঠিয়ে নিলাম। **(তিরমিযী, ৫/৪২৯, হাদীস নং-৩৭৯৯)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই অবস্থায় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শাহাজাদাদের উপস্থিত কারো দ্বারা আনালেন না, না অন্য কারো কোলে বসালেন, বরং স্বয়ং নিজে খুতবা বন্ধ করে মিম্বর শরীফ থেকে নেমে বাচ্চাদের কাছে গেলেন, তাঁদের কোলে নিলেন নিজের সাথেই বসালেন, এটাই ছিলো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তাঁদের প্রতি প্রবল ভালবাসা। তাছাড়া এই আয়াতে করীমায় "فِتْنَةٌ" এর অর্থ আপদ বা মুসিবত নয়, বরং এর অর্থ মেহনত বা পরীক্ষা। **আল্লাহ তাআলা** এর মাধ্যমে মু'মিনদের সাওয়াব দান করেন। **(মিরাতুল মানাযিহ, ৮/৪৭৮)**

www.dawateislami.net

সন্তানদের শিক্ষার গুরুত্ব!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে সন্তানদের শিক্ষাদান একটি পরীক্ষা থেকে কম নয়, যদি মানুষ সঠিক ভাবে শরীয়াত অনুযায়ী নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেয়, তবে সন্তান তার জন্য সাওয়াবে জারিয়ার কারণ হবে এবং যদি সন্তানের সঠিক শিক্ষা না হওয়ার কারণে **আল্লাহ** না করুক গুনাহের পথে চলে যায়, তবে এই সন্তান পিতা-মাতার জন্য যেমন দুনিয়ায় ক্ষতির কারণ হয়ে যায় তেমনি আখিরাতেও পিতা-মাতার আটকে যাওয়ার কারণ হতে পারে। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এক ব্যক্তিকে বললেন: নিজের সন্তানদের ভালভাবে শিক্ষাদান করো, কেননা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা তাদের কিরূপ প্রশিক্ষন দিয়েছো এবং কি শিখিয়েছো। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৪০০) সন্তানের সঠিক শিক্ষা দেয়ার উত্তম সময় হলো, বাল্যকাল। যেমনভাবে মোমকে যেরূপ সাঁচে ঢালা হয়, তা সহজে সেই রূপ ধারন করে, তেমনিভাবে শিশুদের প্রাথমিক বয়সে যেরূপ রঙে রাঙানো হয়, সেই রঙে রঙিন হতে থাকে, কেননা বাল্যকালে তার স্বরণশক্তি একটি খালি পৃষ্ঠার মতো হয়ে থাকে, এতে যা লিখা হয় তা সারা জীবনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়, দেখা যায় যে, বাল্যকালের অভ্যাস শেষ বয়স পর্যন্ত রয়ে যায়, এজন্যই যদি শিশুদের বাল্যকালেই প্রথমে সালাম করার অভ্যাস করানো যায়, তবে সে সারা জীবন এই অভ্যাস ছাড়তে পারবে না, যদি তাকে বাল্যকালেই নামাযের অনুসারী করা, কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা, সিনেমা-নাটক এবং গুনাহে ভরা বিভিন্ন চ্যানেল থেকে বাঁচা, পিতা-মাতা এবং বড়দের আদব ও সম্মান করা, সত্য কথা বলার অভ্যাস করানো যায় তবে সে সারা জীবন মিথ্যাকে ঘৃণা করবে, এমনিভাবে যদি তাকে সুন্নাত অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া, বসা, জুতা পরিধান করা, পোষাক পরিধান করা, মাথায় পাগড়ী বাঁধা ইত্যাদি বাল্যকাল থেকেই অভ্যস্থ করে তোলা যায় তবে সে নিজে শুধু এই পবিত্র অভ্যাস সমূহে অভ্যস্থ হবে না বরং তার এই আচরণ গুলো তার সাথে থাকা অন্যান্য শিশুদের মাঝেও ছড়াতে শুরু করবে। মনে রাখবেন! যদি আমাদের শিক্ষা সন্তানদের **আল্লাহ তাআলার** বন্দেগী, **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলামী এবং ইসলামী সমাজে তার দায়িত্ব না শেখাতে পারে তবে তাকে নিজের বাধ্য করার স্বপ্ন দেখাও ছেড়ে দিন।

www.dawateislami.net

কেননা এই ইসলামই, যা এক মুসলমানকে নিজের পিতা-মাতার একান্ত বাধ্য হওয়ার শিক্ষা দেয়। এই জন্যই সন্তানের প্রকাশ্য সৌন্দর্য্য, উত্তম খাবার, উত্তম পোষাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি তার চারিত্রিক ও অভ্যন্তরীন শিক্ষার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যান।

জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা এবং দারুল মদীনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেমন বড়দের সংশোধনের চেষ্টায় রয়েছে, তেমনি ছোট শিশুদেরও দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বানানোর কাজে সদা ব্যস্ত। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বিভাগ যেমন; মাদরাসাতুল মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা এবং দারুল মদীনা। বিশেষকরে দারুল মদীনা এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা দ্বীনি এবং দুনিয়াবী শিক্ষার এক সুন্দর মিলিত রূপ। যেখানে অধ্যয়ন রত বাচ্চারা বড় হয়ে মর্যাদাবান মুসলমান হতে পারবে। "দারুল মদীনা" প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে; উম্মতে মুস্তফার নব প্রজন্মকে সুন্নাতের সাঁচে ঢেলে দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যদি আমরাও চাই যে, আমাদের সন্তানেরাও নিয়মিত নামায, রোযার অনুসারী হবে, সুন্নাতের অনুসারী হবে, পিতা-মাতার বাধ্য থাকবে, উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে, দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাবে, তবে আমাদেরও উচিৎ যে, আমরা যেন আমাদের সন্তানদের এরূপ পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা এবং দারুল মদীনায় বিশেষভাবে মাদানী প্রশিক্ষনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। এখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী এবং মাদানী মুন্নাদের নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করা হয়। সুতরাং আপনিও আপনার সন্তানকে জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা এবং দারুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন। আপনার সন্তানও বড় হয়ে সুন্নাতের অনুসারী এবং ইলমে দ্বীনের মুবাল্লিগ হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

www.dawateislami.net

১২ মাদানী কাজের একটি হলো "সদায়ে মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে অংশগ্রহন করতে থাকুন। এই ১২ মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিনের এক মাদানী কাজ হচ্ছে "সদায়ে মদীনা"। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে মুসলমানদের ফজরের নামাযের জন্য জাগানোকে "সদায়ে মদীনা" বলা হয়।

বর্ণিত আছে; আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এই অভ্যাস ছিলো যে, যখন তিনি ফজরের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন তখন রাস্তায় যেতে যেতে মানুষদের ঘুম থেকে জাগাতে জাগাতে আসতেন, তাছাড়া ফজরের আযানের সাথে সাথেই যদি মসজিদে কেউ শুয়ে থাকতো তবে তাকেও জাগিয়ে দিতেন। (তাবকাতে কোবরা, যিকরে ইসতিখলাফে ওমর, ৩/২৬৩) এবং যদি কেউ ফজরের নামাযে অনুপস্থিত থাকতো তবে তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। যেমনিভাবে একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন আবি হাছ্মা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ফজরের নামাযে দেখলেন না। তিনি বাজারে গমন করলেন। পথিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাড়ী ছিলো। তিনি তাঁর মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা শেফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট গেলেন। গিয়ে বললেন: আজ ফজরের নামাযে আমি সুলায়মানকে পেলাম না। তিনি উত্তরে বললেন: রাতের বেলা (নফল) নামায পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করা আমার নিকট সারা রাতব্যাপী নফল নামায আদায়ের চেয়ে উত্তম।

(মুআত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০০। নেকীর দাওয়াত, পৃষ্ঠা ৩৯১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ফজরের নামাযের জন্য জাগাতেন এবং নামাযে অনুপস্থিত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন। আমাদেরও উচিৎ সদায়ে মদীনা লাগানোর পাশাপাশি নামাযের সময়ে এও নোট করা যে, আমাদের মহল্লার ইসলামী ভাইদের মধ্যে কে কে জামাআত সহকারে নামায পড়েছে আর কে পড়েনি।

www.dawateislami.net

যদি কোন নামাযি কোন নামাযে অনুপস্থিত থাকে তবে তার বাড়িতে গিয়ে বা ফোন করে তার খোঁজ খবর নেয়া, অসুস্থ হলে সেবা শশ্রুষা করা এবং অলসতার কারণে না আসলে, নেকীর দাওয়াত দেয়া। সকল ইসলামী ভাইদের এরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিৎ, এতে আমাদের মসজিদের উপস্থিতি অটুট থাকবে। যদি আমাদের ইনফিরাদি কৌশিশে এক ইসলামী ভাইও নিয়মিত নামাযি হয়ে যায় তবে নিঃসন্দেহে নেকীর দাওয়াত দেয়ার সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি তা সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যম হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সমাজের বিগড়ে যাওয়া ব্যক্তি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি।

মাদানী বাহারঃ

মাতরা, ভারত এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ, আমি একজন মডার্ণ যুবক ছিলাম। সিনেমা নাটক দেখাতে আমি অভ্যস্থ ছিলাম। কোন উপায়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট "টিভির ধ্বংসলীলা" শুনার সৌভাগ্য অর্জন হল, যেটা আমার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এরই মধ্যে আমার **APENDIX** এর রোগ ধরা পড়ল আর ডাক্তার অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এ সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে জীবনে প্রথমবার আশিকানে রাসূলদের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে অপারেশন ছাড়া আমার রোগ দূর হতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার উৎসাহ উদ্দীপনায় মদীনার ১২ চাঁদ লেগে গেল। এখন প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকি। প্রতিমাসে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে তা জমা দিয়ে থাকি এবং মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে জাগানোর জন্য অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে সদায়ে মদীনা দিয়ে থাকি।

www.dawateislami.net

লাগা ফজর মে ভাই ঘর ঘল মে জা'কর,
যরা দিল লাগা কর "সদায়ে মদীনা"। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাসানাইনে করীমাঈনের মন তুষ্টির বিভিন্ন উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাচ্চাদের অবস্থা খুবই সংবেদনশীল হয়ে থাকে এবং তাদের মন কাঁচের চেয়েও অধিক ভঙ্গুর হয়। যদি বাচ্চাদের কথায় কথায় ধমক দেয়া হয় অথবা মারা হয় তবে তাদের স্বভাবে খিটখিটে ভাব, অসদাচরণ এবং অভদ্রতার মতো দোষগুলো সৃষ্টি হয়ে যায়, এভাবে এই মূল্যবান হীরের ভূলভাবে কর্তন একে মূল্যহীন করে দেয়, পক্ষান্তরে বাচ্চাদের মন-তুষ্টি করা এবং মিলেমিশে যাওয়া, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সহ্য ক্ষমতা এবং সৎ-চরিত্রের মতো সুন্দর গুনাবলী সৃষ্টি করে দেয়। আমাদের প্রিয় **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল বাচ্চাদের খুবই আদর করতেন এবং স্নেহ ও ভালবাসা পূর্ণ ব্যবহার করতেন, তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর মন-তুষ্টির জন্য **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচরনই ছিলো আলাদা, আসুন! এর কয়েকটি শ্রবণ করি:

হুযুর সিজদাকে দীর্ঘায়িত করতেন:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর পিতা হযরত শাদ্দাদ বিন হাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার **সরদারে দো'আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাগরীব কি ইশার নামায পড়ানোর জন্য তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান বা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর মধ্যে কোন এক শাহাজাদাকে কোলে নেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়ানোর জন্য সামনে অগ্রসর হলেন এবং শাহাজাদাকে নিজের পাশে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর নামাযের জন্য তাকবীর পাঠ করলেন এবং নামায শুরু করলেন। নামাযের মাঝে তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদাকে দীর্ঘায়িত করলেন, হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম যে, শাহাজাদা তাঁর পিঠ মুবারকে বসে আছেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদায় রয়েছেন,

www.dawateislami.net

আমি আবারো সিজদায় চলে গেলাম। যখন নামায আদায় করা হলো তখন লোকেরা আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি নামাযে এতো দীর্ঘ সিজদা করেছেন যে, আমরা মনে করেছি, **আল্লাহ**র কোন ফায়সালা সম্পাদন হয়ে গেছে বা আপনার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এমন কোন বিষয় নয়, আমার সন্তান (নাতি) আমার পিঠে ছিলো, আমার এই বিষয়টি পছন্দ হয়নি যে, আমি তাড়াতাড়ি করি আর তাঁর মনে কষ্ট হয়।

(নাসাঈ, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৩৮)

কিয়া বাত রযা উচ চামানিস্তানে করম কি,
যাহরা হে কলি জিস মে হোসাইন আউর হাসান ফুল। (হাদায়িকে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে বেশি প্রিয়!

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরজ করা হলো: আহলে বাইতের মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? ইরশাদ করলেন: "হাসান এবং হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا" তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরো বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে ইরশাদ করেন: "আমার বাচ্চাদেরকে (নাতিদেরকে) আমার কাছে নিয়ে আসো, অতঃপর তাঁদের ঘ্রাণ নিতেন এবং বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন।" **(তিরমিযী, ৫/৪২৮, হাদীস নং-৩৭৯৭)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: ভালবাসার অনেক প্রকার রয়েছে: সন্তানের ভালবাসা এক প্রকারের, স্ত্রীর ভালবাসা এক প্রকারের, বন্ধুদের ভালবাসা এক প্রকারের। সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসনাইন খুবই প্রিয়, বিবিগনের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা মাহবুবে **রাব্বুল আলামিনে**র প্রিয়তমা, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক অনেক প্রিয় ছিলো, সুতরাং হাদীস শরীফ সমূহ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তিনি আরো বলেন: হুযুর তাঁদের কেনইবা শুঁকবেন না, তারা দু'জন

www.dawateislami.net

তো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুল ছিলো, আর ফুল তো শুঁকারই জিনিস, তাঁদের বুকের সাথে লাগানো জড়ানো গভীর প্রেম ও ভালবাসার কারণেই ছিলো। এ থেকে বুঝা গেলো, ছোট বাচ্চাদের শুঁকা (ঘ্রাণ নেয়া), তাদের আদর করা, তাদের বুকে জড়ানো **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। (মিরাতুল মানাযিহ, ৮/৪৭৭)

জু আপনি যিন্দেগী মে সুন্নাতে উন কি সাজাতে হে,
ইনহে পেয়ারা মুহাম্মদে মুস্তফা আপনা বানাতে হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

হাসানাইনে করীমাঈনের উৎসাহ প্রদানঃ

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, একবার হাসানাইনে করীমাঈন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামনে কুস্তি লড়ছিলেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইমাম হাসান** رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ইরশাদ করছেন: হাসান! হোসাইনকে ধরো। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি হাসানকে উৎসাহ প্রদান করছেন, অথচ সে বড়? **সরদারে দো'আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অন্য পক্ষে জিব্রাইল আমীন রয়েছে, যে হোসাইনকে এমনিভাবে উৎসাহ প্রদান করছেন। (সীয়রে আ'লামুন নাবালা, ২/৩৯২)

উন দো কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে,
কিজিয়ে রযা কো হাশর মে খানদাঁ মিসাল গুল। (হাদায়িকে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেলো, বাচ্চাদের মন-তুষ্টি করা, তাদের সাথে স্নেহময় আচরণ করা এবং উৎসাহ প্রদান করা **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বৈশিষ্ট্য, তাছাড়া এটাও জানলাম, নিজ সন্তানদের ভালবাসা উচিৎ এবং প্রতিটি বিষয়ে তাদের সাথে স্নেহময় আচরণ করা উচিৎ, তাদের নিজের সাথে খেলা করানো উচিৎ এবং তাদের খুশি রাখার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বর্ণনা করেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় জান্নাতে একটি ঘর রয়েছে, যাকে "আল ফারাহ" বলা হয়। এতে সেই লোক প্রবেশ করবে, যারা বাচ্চাদের খুশি রাখে।

(জামেউস সগীর, পৃষ্ঠা ১৪০, হাদীস নং-২৩২১)

শিশুদেরকে ভালবাসুন!

জানা গেলো, নিজের সন্তান এবং শিশুদের খুশি করা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। শিশুদের মানসিক চাহিদার মধ্যে এও যে, তার সাথে ভালবাসা ও স্নেময় আচরন করা, সেই শিশুরা যারা পিতা-মাতার আদর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত থাকে, অনেক সময় মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, উত্তম খাবার, পোষাক এবং খেলনার পরিবর্তে শিশুরা এই বিষয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষী হয় যে তার পিতা-মাতা যেন তার প্রতি বেশি খেয়াল রাখে এবং তাদেরকে ভালবাসে। অনেকে নিজের সন্তানদের সামনে তো ধন-সম্পদের পাহাড় বানিয়ে রাখে, কিন্তু তাদেরকে তাদের আসল মনোযোগ এবং ভালবাসা থেকে বঞ্চিত রাখে, তাদের কাছে এতটুকু পরিমাণ সময় হয় না যে, তারা তাদের সন্তানের সাথে ভালবাসা পূর্ণ কয়েকটা কথা বলবে। এমনিভাবে কিছু পিতা-মাতা এমনও রয়েছে যে, যারা নিজের সন্তানদের সাথে অযথা কঠোরতা করে, অথচ যেমনিভাবে একজন শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন, তেমনিভাবে শিশুদের উত্তম শিক্ষার জন্য পিতা-মাতার নির্দিষ্ট পরিমাণ ভালবাসাও প্রয়োজন। আসুন! শিশুদের সাথে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের কয়েকটি পদ্ধতি শ্রবণ করি:

১. তাদের জায়িয চাওয়াগুলো নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ণ করার চেষ্ট করা।

২. তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনার অভ্যাস গড়ুন, অনেক সময় শিশু কিছু জানার আগ্রহে প্রশ্ন করে থাকে, এই সময়েও তাদের পুরো কথা শুনা উচিৎ, এতে তাদের উৎসাহও প্রদান হবে এবং আরো শেখার মানসিকতা সৃষ্টি হবে, তাছাড়া অযথা কথাবার্তা করা থেকে শিশুকাল থেকেই বাঁচার মানসিকতা তৈরী করা উচিৎ।

৩. যে কোন ভাল কাজ করায় (যেমন; নিয়মিত নামায আদায় করা, কোরআন তিলাওয়াত করা, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা ইত্যাদি) তাদের উপহার দেয়া চাই বা তাদের উৎসাহ প্রদান করা চাই।

www.dawateislami.net

৪. বাচ্চাদের কোন ভুল হয়ে গেলে, তাদের ভালবাসা সহকারে বুঝানো চাই। প্রয়োজনে কঠোরতাও করা যাবে, তবে মনে রাখবেন! অযথা এবং মাত্রাতিরিক্ত রাগের প্রকাশ শিশুদের মনে ঘৃণার বীজ বপন করতে পারে।

৫. এও মনে রাখবেন যে, শিশুদের বেশি প্রশ্রয় দেয়া, আপনার সন্তানের প্রতি ভালবাসা নয় বরং তাদের জন্য তা মরণ বিষ সমতুল্য। (যেখানে তাদের বুঝানো, তাদের শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হয়, সেখানে সুন্দর ভাবে শীঘ্রই বুঝানোর ব্যবস্থা করা উচিৎ)

সন্তানের উত্তম শিক্ষা সম্পর্কে আরো মাদানী ফুল অর্জনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"তারবিয়তে আওলাদ"** এবং রিসালা **"আওলাদ কে হুকুক"** এবং **"বেটী কি পরওয়ারিশ"** হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা হাসানাইনে করীমাঈনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا সাথে **হুযুর পুরনূর** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ভালবাসা সম্পর্কে শুনলাম:

♣ **প্রিয় আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর এই উভয় শাহাজাদার (হযরত হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) প্রতি অগাধ ভালবাসা ছিলো এবং তা সেই ভালবাসা ও শিক্ষার এক প্রকাশ যে, দুনো শাহাজাদার নামও **হুযুর** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ই রেখেছিলেন।

♣ হযরত হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর আকীকা **হুযুর** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام স্বয়ং নিজেই করেছেন, দুজনেরই শিক্ষা **প্রিয় আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ই স্বয়ং দিয়েছেন।

♣ হযরত হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর চুল কর্তন **প্রিয় আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ই করেছিলেন, হযরত হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর শিশুকাল **প্রিয় আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সামনেই কেটেছিলো, তাঁদের শিক্ষা **প্রিয় আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام স্বয়ং দিয়েছেন।

♣ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসানাইনে করীমাঈনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا নিজের মুবারক কাঁধে উঠিয়ে নিতেন, মোটকথা! প্রত্যেকটি কাজে **আক্বা** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁদের মন-তুষ্ট করতেন এবং তাঁদেরকে নিজের অফুরন্ত ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতেন।

www.dawateislami.net

♣ **আল্লাহ তাআলা** আমাদেরও হযরত হাসানাইনে করীমাঈন, সকল সম্মানিত আহলে বাইত সহ সকল সাহাবায়ে কিরামদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيهِمْ اَجْمَعِيْن শুধু নিজে ভালবাসবো না বরং নিজের সন্তানদেরও তাঁদের ভালবাসা এবং জীবনির অনুসরনে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদবঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের সামনে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশিত রিসালা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে কথাবার্তা বলার কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ❀ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, ❀ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন, ❀ চিৎকার করে কথা বলা থেকে খুবই সতর্ক থাকুন, ❀ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে, ❀ কথাবার্তা কালীন পর্দার স্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অপরের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়।

www.dawateislami.net

❀ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, কথাবার্তা বলা অবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, অট্টহাসি দেয়া সুন্নাত নয়। কথা বলার সময় সর্বদা মনে রাখবেন যে, বেশি কথা বলাতে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। ❀ কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। ❀ খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন এবং মনে রাখবেন, কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম। **নবীগণের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।"

(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৫)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল, আয়ে সুন্নাত কে ফুল
দেনে লেনে চলে, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২ টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net